Raiyan Knit Composite Ltd. **রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ** ওয়ার্ড- ০৫, হোল্ডিং নং এ-২১ এবং এ-২১/এ, হরতকিতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-১৭৫০	নীতিমালার নামঃকেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা **CHEMICAL MANAGEMENT POLICY**
	Review Date:01/01/2020
	NextReview Date:01/01/2021
এই নীতিমালা কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	জি,এম (প্রশাসন, এইচআর, কমপ্লায়েন্স),ওয়েলফেয়ার অফিসার, কমপ্লায়েন্স অফিসার, মেডিকেল বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ।

CHEMICAL MANAGEMENT POLICY
কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা

১.১ **উদ্দেশ্য(Purpose):**রাসায়নিক পদার্থের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহারের ফলে মানুষের মধ্যে নানা প্রকার জটিল রোগব্যাধি সৃষ্ঠি হচ্ছে এবং নানা প্রজাতির উদ্ভিদ-প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে ।তাই এই নীতিমালা ও পদ্ধতির মৌলিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক আইন ,কোম্পানীর প্রচলিত বিধি বিধান,ক্রেতার বা বায়ারের আচরণ বিধির অনুসরন,বায়ার কতৃক বা অন্য কোন উপায়ে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ক্রয় বা ওয়াশিং ,ডাইং ,ফিনিশিং এর সকল পর্যায়ে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব ,কম ক্ষতিকর /ঝুঁকিপূর্ণ ,নিরাপদ কেমিক্যালের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবহারকারীদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা,কর্মক্ষেত্রের আশপাশের এবং এর বাইরের পরিবেশকে দূষণ ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

১.২ **লক্ষ্য(Target):**রাইয়ান নীট এর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন অবস্থাতেই যাতে বায়েরের অননুমোদিত বা নিষিদ্ধ কেমিক্যাল প্রবেশ করে করতে না পারা এবং সর্বদা পরিবেশ বান্ধব কেমিক্যাল ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া ,যদি তা সম্ভব না হয় তবে সেক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষতিকর /ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল ব্যবহার পরিহার করে কম ক্ষতিকর /ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করা ও সকল প্রকার ক্ষতিকর / ঝুঁকিপূর্ন কেমিক্যাল ব্যবহার হতে বিরত থাকার লক্ষ্যেই এ নীতিমালা প্রনীত ।

১.৩ **আইনের বিধান (Reference):**কতৃপক্ষ সঠিকভাবে রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ,ব্যবহার ,সংরক্ষন ও অপসারনের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০),দেশের প্রচলিত পরিবেশ আইনের সাথে সম্পুরক জাতীসংঘের পরিবেশ নীতিসমূহ ,গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্বাক্ষরিত পরিবেশ নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রবিধ ,রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের নির্দেশনা,বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল করপোরেশন কর্তৃক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুসরন করে থাকেন এবং কোম্পানীর প্রচলিত বিধি বিধান ,বিভিন্ন বায়ারের আপডেটেট MRSLএবং RSL আনুসরন ,বিভিন্ন খ্যাতনামা বায়ারের Restriction Listঅনুসরন ,এবং সর্বোপরি আপডেটেট ইমপ্লিমেন্টেশন টুল কিট অনুসরন করে অত্র কারখানায় কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার করা হয় ।

১.৪ **অঙ্গীকার (Commitment):**ZDHC-২০২০ মিশনকে সফল করার লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও বায়ারের আপডেটেট MRSLএবং RSL অনুসরন এবং ZDHC এর সকল নিয়ম কানুন মেনে ZDHC Positive list ধারী প্রস্ততকারী কোম্পানী থেকে কেমিক্যাল ক্রয় ও যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসাকে লাভজনক নিরাপদ করা রাইয়ান নীট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ সকলের প্রধান দায়িত্য ও কর্তব্য ।এরই প্রেক্ষিতে কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরনের মাধ্যমে ZDHC-২০২০ মিশনকে সফল করার জন্য রাইয়ান নীট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

স্বাক্ষর:	তারিখ
জি এম (এইচ আর ,এ্যাডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)	দিন/মাস/বছর

২.০ অর্গানাইজেশন /দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Person responsible):

রাইয়ান নীট কর্তৃপক্ষ নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় নীতিমালা বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠন করেছেন যা নিম্নরুপ:

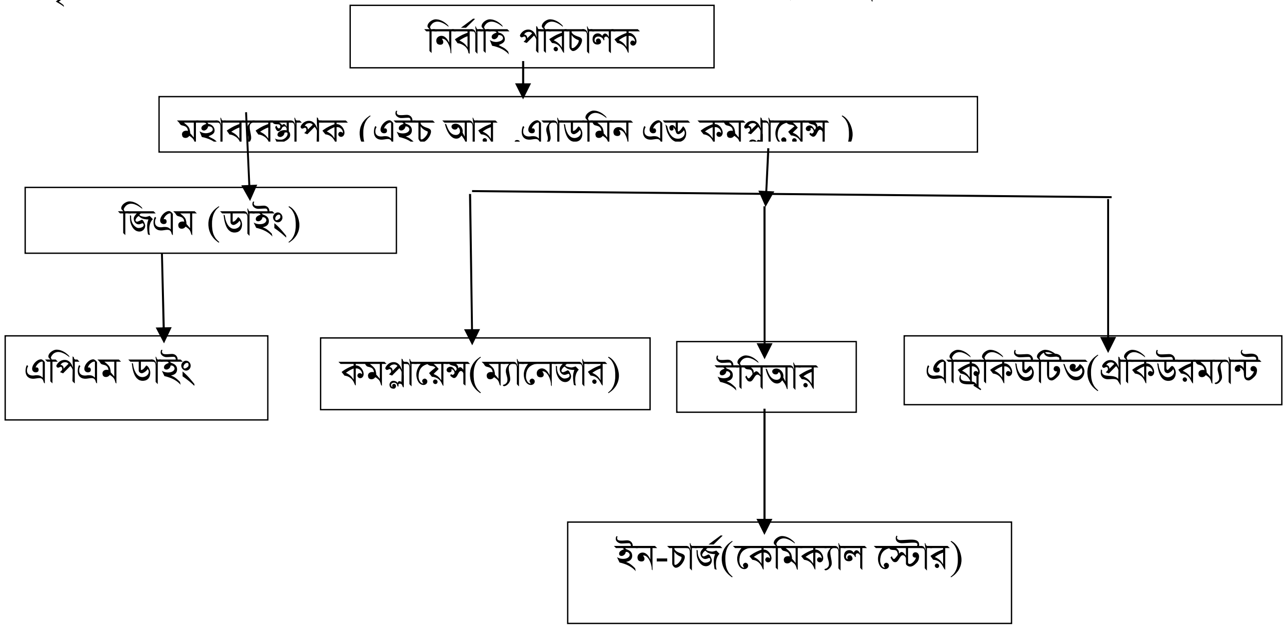

২.১ নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহার নীতিমালা বিষয়ক কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:

ফ্যাক্টরীতে নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সঠিকভাবে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটি গঠন করা হয়েছে।কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিচে বর্ণনা করা হল:

ক্র:নং	পদ	দায়িত্ব ও কর্তব্য
০১	সভাপতি:নির্বাহি পরিচালক	কারখানার অভ্যন্তরে যদি এ নীতিমালা বাস্তবায়ন না হয় বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ,তাহলে নির্বাহি পরিচালক তা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
০২	সহ সভাপতি:মহাব্যবস্থাপক(এইচ আর ,এ্যাডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)	কারখানার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল সরবরাহকারী ,ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন ।
০৩	সাংগঠনিক সম্পাদক :জিএম (ডাইং)	কেমিক্যালের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরন ।
০৪	সহ - সাংগঠনিক সম্পাদক (এপিএম ডাইং)	বায়ারের অনুমোদনের বাইরে কোন কেমিক্যাল ক্রয় হচ্ছে কিনা বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হচেছ কিনা তা তদারকি করা।
০৫	সদস্য:ইসিআর	কেমিক্যাল সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন ,বায়ারের অনুমোদিত তালিকায় কেমিক্যাল ক্রয় নিশ্চিতকরণ,কারখানার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল প্রবেশের সময় কেমিক্যালের গুনগতমান ও সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট চেককরণ,সচেতনামূলক ট্রেনিং আয়োজন করা।
০৬	সদস্য: কমপ্লায়েন্স(ম্যানেজার)	কারখানার কোথাও কোন অনিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয়ের কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয ,সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদেরকে এর ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিতকরণ ।
০৭	সদস্য:ইন-চার্জ(কেমিক্যাল স্টোর)	কারখানার অভ্যন্তরে কেমিক্যাল প্রবেশের পর কেমিক্যালের ধরন ও

		চরিত্র অনুযায়ী সঠিক তাপমাত্রায় আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা ।
০৮	সদস্য:এক্সিকিউটিভ(প্রকিউরম্যান্ট)	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করার জন্য পদাধিকারী ।

Routines/Procedure for implementation of the policy

৩.১ ক্রয় প্রক্রিয়া:অত্র কারখানায় নিরাপদ পরিবেশ বান্ধব কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ও সুচারু রুপে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরন করা হবে।

ক্রয় নীতিমালা:

০১.বায়ারের চাহিদা মাফিক স্টাইল ও অর্ডারের বিপরীতে কি কি কেমিক্যাল লাগবে তা উল্লেখ করে স্যাম্পল সংগ্রহ করার জন্য চাহিদা পত্র তৈরি করে সাপ্লাইচেইকে অবগত করতে হবে।

০২.কেমিক্যাল ক্রয় সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই কেমিক্যাল বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে ।

০৩. সাপ্লাইচেইন উল্লেখিত কেমিক্যালের সকল TDS,MSDSসহ স্যাম্পলের জন্য পরিচিত সাপ্লায়ারদের অবগত করবে।

০৪.সাপ্লায়ারTDS,MSDS,Certificate of Analysisসহ স্যাম্পল কেমিক্যাল স্টোরে সরবরাহ করবে ।

০৫.কেমিষ্ট উক্ত কেমিক্যালের গুনগত মান নির্ণয় করে একটি রিপোর্ট সাপ্লাইচেইনকে অবগত করবে ।রিপোর্ট ভাল হলে কেমিক্যালটি R&D সেকশনে দেয়া হবে।রিপোর্ট ভাল না হলে অন্য সাপ্লায়াদেরকে একই ভাবে স্যাম্পল দেয়ার জন্য অবগত করা হবে।

০৬.R&Dসেকশনে TDSঅনুযায়ী স্যাম্পল গার্মেন্টস করবে ,যদি স্যাম্পল কেমিক্যাল ব্যবহৃত গার্মেন্টস পাশ হয় ,তবে কেমিক্যালের দাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলা হয় ।সব কিছু ঠিকমত হলে কেমিক্যালের অরিজিনাল TDS,MSDS,REACH,GOTs,ETAD,OEKO-TEX Standard,All Buyer's RSL Compliance Certificate,Formaldehyde free declaration certificate soft & hard copyচাওয়া হয়।

০৭.ECRসকল ডকুমেন্টস ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত করবেন।

০৮.অত:পর বায়ারদের RSLএ উল্লেখিত নিষিদ্ধ কেমিক্যাল তালিকার অর্ন্তভুক্ত কিনা তা MSDS ও RSLচেক করে নিশ্চিত করা হয় ।অর্ডার করার পূর্বে থার্ড পার্টি ল্যাব দিয়ে কোন প্রকার ক্ষতিকর কেমিক্যাল আছে কিনা তা যাচাই করা । রিপোর্ট ভাল হলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবস্থপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

০৯.ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কেমিক্যাল টি অর্ডার করার জন্য সাপ্লাইচেইকে অবগত করবে এবং সাপ্লাইচেইন অর্ডার করবে ।

১০.কেমিক্যালটি কারখানায় পৌছালে সর্ব প্রথম সিকিউরিটি ইনচার্জ চেক করবে সব কিছু অক্ষত আছে কিনা ,পরবর্তীতে ষ্টোর ইনচার্জ কেমিক্যালগুলো ডেলিভারি চালানের সাথে মিলিয়ে বা সংখ্যা ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করে ডাইং হেড এবং প্রশাসন প্রধানকে অবগত করবেন ।কেমিক্যালের ড্রামের গায়ে FIFOকার্ড দিয়ে ষ্টোরে সংরক্ষণ করতে হবে।

১১.পরবর্তীতে ECR কেমিক্যালের ড্রামের লেবেল ঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে বাংলা ভাষায় MSDSও লেবেল লাগিয়ে দিবেন। কেমিক্যাল যদি তরল হয় তবে সেক্ষেত্রে সেকেন্ডারী কনটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২.কেমিক্যাল মিশ্রিত তরল বজ্য ETP মাধ্যমে পরিশোধনের পর BSR Standardমানমাত্রা বজায় রেখে তা বাহিরে নির্গত করতে হবে ।

১৩.ইটিপি স্লাজ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নির্গত করতে হবে।

৩.২ পরিবহণ:

কেমিক্যাল MSDS এ বর্ণিত উপায়ে পরিবহণ করতে হবে।

৩.৩ লেবেলিং:

০১. কেমিক্যাল কন্টেইনারের লেবেলিং নির্দেশিকা অনুযায়ী হতে হবে।

০২.লেবেলিংয়ে নিম্নলিখিত তথ্য থাকতে হবে Chemical name,CAS/EC No,Supplier's contract info ,Hazard Pictogram information ,risk and safety phase,hazardous statement batch information ,purchase and expire date.

০৩.সমস্ত কেমিক্যাল পাত্রে পরিষ্কারভাবে কেমিক্যালের নাম এবং ক্ষতিকারক চিহ্ন নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৪ ষ্টোরেজ:

০১.এমএসডিএস এর তথ্য অনুযায়ী সমস্ত কেমিক্যাল সংরক্ষণ করতে হবে।

০২.সমস্ত কেমিক্যাল কমপেটেবেলিটি চার্ট অনুযায়ী পৃথক পৃথক চেম্বারে সংরক্ষণ করতে হবে।

০৩. কেমিক্যাল ষ্টোরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ,সঠিক বায়ু চলাচল পদ্ধতি,সমতল ফ্লোর ,ইটিপি প্লান্টের সাথে জরুরী ড্রেন সংযুক্ত ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে।ফাস্ট এইড বক্স ,জরুরী আই ওয়াশ ,পিপিই ইত্যাদি কেমিক্যাল সংরক্ষনের এলাকায় নিশ্চিত করতে হবে।
০৪.বাংলা এমএসডিএস নিশ্চিত করতে হবে
০৫.সমস্ত কেমিক্যালের তথ্য কেমিক্যাল ইনভেনটরি লগে থাকতে হবে।
০৬.সমস্ত কেমিক্যাল ১.৫ মিটার অধিক উচ্চতায় সংরক্ষণ করা যাবেনা ।
০৭.FIFO সিস্টেম অনুযায়ী কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে ।
০৮. কেমিক্যাল ষ্টোরে কোন কিছু খাওয়া বা পান করা যাবেনা।

৩.৫ কেমিক্যাল ব্যবহার:

০১. নিরাপদ কেমিক্যাল কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে কেমিক্যাল ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
০২. সঠিক পিপিই সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
০৩. কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কার্য পরিচালনা পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে।
০৪. কেমিক্যালের লেবেলিং, ক্ষতিকারক চিহ্ন, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, ব্যাচ নম্বর, লট নম্বর ইত্যাদি চেক করে কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে।
০৫. ব্যবহারের পূর্বে এমএসডিএস থেকে কেমিক্যালের ক্ষতিকারক নির্দেশনা দেখে নিতে হবে।

০৬. কেমিক্যাল ব্যবহারের পর কেমিক্যালের পাত্র ঢেকে রাখতে হবে।
০৭. FIFO (FIRST IN FIRST OUT) সিস্টেম অনুযায়ী কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে।
০৮. কেমিক্যাল ব্যবহারের পর ভালভাবে হাত ধৌত করতে হবে।
০৯. কেমিক্যাল পরিমাপের যন্ত্র নিয়মিত ক্যালিবারেশন করতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
১০. প্রতিটি কেমিক্যাল বহনের জন্য আলদা পাত্র ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিটি পাত্রের গায়ের গায়ে লেবেলিং ও ক্ষতিকারক চিহ্ন থাকতে হবে।

৩.৬ কেমিক্যাল প্রয়োগ:

০১. প্রডাকশন ষ্টাফদের কেমিক্যাল প্রয়োগের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
০২. কেমিক্যালের রোধে ভালমানের কেমিক্যাল ব্যবহার করতে হবে।
০৩. প্রডাকশনে ব্যবহৃত মোট কেমিক্যালের হিসাব রাখতে হবে।
০৪. ব্যবহারের পূর্বে অন্য কেমিক্যালের সাথে মিশ্রণ রোধ নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৭ কেমিক্যাল বর্জ্য:

০১. রাসায়নিক বর্জ্য হ্রাস করণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
০২. রাসায়নিক বর্জ্য অপসারন নীতিমালা অনুযায়ী বর্জ্য অপসারন করতে হবে।
০৩. রাসায়নিক বর্জ্য অপসারনের নির্ধারিত ব্যক্তি থাকতে হবে।
০৪. রাসায়নিক বর্জ্য নির্ধারিত জায়গায়, ক্ষতিকারক চিহ্ন, ঢাকনাসহ আলাদা রাখতে হবে।
০৫. রাসায়নিক বর্জ্যের জন্য নির্ধারিত জায়গা থাকতে হবে এবং সরাসরি সূর্যের আলো, বৃষ্টি এবং আগুনের উৎস যাতে পৌছাতে না পারে সে ব্যবস্থা থাকবে হবে।
০৬. রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়মিত নিরাপদে কেমিক্যালের ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
০৭. রাসায়নিক বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করতে হবে।
০৮. বায়ারের চাহিদা / আইনানুযায়ী বর্জ্য অপসারন এবং পরিশোধন করতে হবে।
০৯. কেমিক্যাল ড্রামের অবশিষ্টাংশ ধৌত করে ইটিপি ড্রেনে ফেলতে হবে।

৩.৮ জরুরী অবহিতকরণ পদ্ধতি:

০১. কারখানায় কেমিক্যাল দুর্ঘটনা এড়াতে জরুরী অবহিতকরণ / যোগাযোগ পদ্ধতি থাকবে হবে।
০২. জরুরী অবহিতকরণ/যোগাযোগ পদ্ধিত নথিভুক্ত ও সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।

০৩. জরুরী অবহিতকরণ/ যোগাযোগ পদ্ধতিতে বহির্গমন পরিকল্পনা পদ্ধতি, জরুরী অবস্থা জ্ঞাত ও প্রতিক্রিয়া এবং যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে।
০৪. জরুরী অবহতিকরণ/ যোগাযোগ পদ্ধতি অপডেট করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে।

৩.৯ বিকল্প কেমিক্যাল:

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারখানার অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও কেমিক্যালকে কম ঝুঁকি বিহীন কেমিক্যাল দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

রুটিন ও প্রসিডিউর

রাইয়ান নীট কারখানার নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় নীতিমালা বাস্তবায়নে নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করে থাকেঃ

৪.১ বাস্তবায়ন রুটিন (Implementation Routines)

কার্যাবলী (কি)	কার্যপ্রণালী (কিভাবে)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (কে)	কার্যকাল (কখন)	সময়সীমা
চাহিদাপত্র তৈরী করাঃ	কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বায়ারের চাহিদা মাফিক ষ্টাইল ও অর্ডারের বিপরীতে কোন কেমিক্যাল কি পরিমাণ তা উল্লেখ করে নিয়মিত ইনভেনটরি মাধ্যমে চাহিদা পত্র তৈরী করে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করবে।	ডাইং প্ল্যান্টের প্রধান	কেমিক্যাল ক্রয়ের প্রয়োজন হলে।	প্রয়োজ্য নয়।
কেমিক্যালের গুনগত গুনগতমান ও সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগত করা।	যে কোন কেমিক্যাল ক্রয়ের আগে কেমিক্যালের অরিজিন্যাল GOTS, SDS, MSDS, REACH, Oeko- tex Standard, All Buyer's RSL Compliance certificate, Azo, Formaldehyde Free declaration certificate soft copy & hard copy নিশ্চিত করা এবং স্যাম্পল ও বাল্ক কেমিক্যাল ঢোকার পর ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে।	কোম্পনির নিয়োগপ্রাপ্ত ই,সি,আর ষ্টোর ম্যানেজার, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার।	কারখানায় ক্রয়কৃত কেমিক্যাল প্রবেশের পরবর্তী সময়ে।	প্রয়োজ্য নয়।
RSL এর সাথে মিলিয়ে দেখা, MSDS, TDSসহ সকল কাগজপত্র ও কার্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	ফ্যাক্টরীতে কেমিক্যাল প্রবেশের পূর্বে কয়েকটি ধাপ অনুসরন করা হয়। প্রথমে কেমিক্যালের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন- এম, এস, ডি, এস, টি, ডি, এস ও গ্যারান্টি লেটার নিশ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে কেমিক্যালটি বায়ার কর্তৃক নিষিদ্ধ কেমিক্যাল তালিকার অন্তর্গত কিনা তা নিশ্চিত করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত রিকুইজিশনের মাধমে কেমিক্যাল ষ্টোর থেকে উত্তোলন করা হয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কর্মরত সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পক্ষ সরবরাহ করা হয়। জরুরী আই ওয়াশ বেসিন ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র যথাস্থানে সংরক্ষণ করা হয়।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই,সি, আর. কেমিক্যাল ষ্টোর ম্যানেজার, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার, ফায়ার অফিসার।	কর্মকালীন সময়ে	সার্বক্ষনিক
অর্ডার প্লেসমেন্ট ও ফলো-আপ করা	কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কেমিক্যাল অর্ডার করার জন্য সাপ্লাই চেইনকে অবগত করবে এবং সাপ্লাই চেইন অর্ডার গ্রহণ করবে। কেমিক্যাল ইন হাউজ না হওয়া পর্যন্ত সাপপ্লাই চেইন তা ফলো আপ করবে।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই,সি, আর. কেমিক্যাল ষ্টোর মানেজার, এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার, ফায়ার অফিসার।	কেমিক্যাল ক্রয় কালীন সময়ে	
কর্মীদের প্রশিক্ষণ	ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট অনুযায়ী কেমিক্যাল ব্যবহারের সাথে সর্ম্পক্ত সকল কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণে কেমিক্যালের নাম,	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই,সি, আর. এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স অফিসার,	কর্মকালীন সময়ে।	সার্বক্ষনিক

ই,টি,পি প্লান্ট	ডাইং প্লান্টের কেমিক্যাল ই,টি,পি প্ল্যান্ট দ্বারা পরিশোধনের মাধ্যমে পরিবেশে ছাড়া হয়। পরিশোধিত পানির BSR Standard বজায় রাখা হয়।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই,সি, আর।	কর্মকালীন সময়ে	সার্বক্ষনিক
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	কেমিক্যাল কন্টেইনারের অবশিষ্ট কেমিক্যাল পানি দিয়ে ধুয়ে ই,টি,পি পান্টে ফেলতে হবে। ই,টি,পি প্ল্যান্টে থেকে উৎপন্ন বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে মাটি চাপা দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।	কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ই,সি, আর কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার, এ্যাডমিন অফিসার।	কর্মকালীন সময়ে	কারখানায় নিজ ব্যবস্থাপনায় ছয়মাস সংরক্ষণ করার পর।
	সরবরাহকারী কোম্পানীর নাম, ভৌত বৈশিষ্ট্য, সম্ভাব্য ক্ষতিকারক নির্দেশনা, প্রাথমিক চিকিৎসা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করনীয়, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, ব্যবহার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জাম প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।	ফায়ার অফিসার।		

৪.২ যোগাযোগ রুটিন (Communication Routine)

কার্যাবলী	যোগাযোগ পদ্ধতি ও মাধ্যম	কে করবেন	কখন করবেন	সময়সীমা
অভ্যান্তরীন টিমের/ পলিসি কার্যকরী দলের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়	সভার মাধ্যমে।	নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহার নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ই,সি, আর ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের অভ্যান্তরীণ টিম।	কেমিক্যাল ক্রয় পরবর্তী সময়ে পলিসি বাস্তবায়িত না হলে কিংবা কারখানার অভ্যন্তরে অনিরাপদভাবে কেমিক্যাল ব্যবহারের কোন ঘটনা ঘটলে।	তাৎক্ষনিকভাবে।
মালিক/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ	সভার মাধমে ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে।	জিএম (এইচ আর,এ্যাডমিন এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) এবং ডাইং মাষ্টার	ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন ও ক্রয় পরবর্তী সময়ে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)	তাৎক্ষনিকভাবে।
ফ্লোর ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ	যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেম। প্রয়োজনে মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং পুণরায় আরও জোরদার করা হয়।	এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের ম্যানেজার, দায়িত্বপ্রাপ্ত ই,সি, আর ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ। প্রয়োজনে জিএম, (এইচ আর,এ্যাডমিন এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) যোগাযোগ করে থাকে।	কেমিক্যাল ক্রয় পরবর্তী সময়ে পলিসি বাস্তবায়িত না হলে কিংবা কারখানার অভ্যন্তরে অনিরাপদভাবে কেমিক্যাল ব্যবহারের কোন ঘটনা ঘটলে।	তাৎক্ষনিকভাবে এছাড়াও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে এই যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ	বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে অবহিত করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদেরকে অবহিত করার জন্য কারখানার নোটিশ বোর্ডে এই নোটিশ টানানো আছে।	কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য রায়েছেন এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের ম্যানেজার, ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ই, সি, আর। প্রয়োজনে জিএম (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) যোগাযোগ করে থাকেন।	কর্মকালীন সময়ে	৪৫ মিনিট
নতুন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগঃ	মোটিভেশনাল ট্রেনিং মিটিং। নবাগত শ্রমিকদের কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবহারের জন্য	ই, সি, আর ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এইচ আর	নিয়োগ প্রাপ্তির পরের দিন থেকে পরবর্তী (ছুটির দিন ব্যতীত)	৪৫ মিনিট

	কেমিক্যাল কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ব্যবহারের সময় আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কেমিক্যাল বিষয়ে সম্যক ধারনা লাভ ইত্যাদি বিষয়।	এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ।	তিন দিন।	

৪.৩ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল রুটিন (Feedback & Control Routine)

কার্যাবলী	কার্যপদ্ধতি	কে করবেন	কখন করবেন
অভ্যন্তরীণ অডিট। অডিট পরিচালনার ক্ষেত্রে যা ব্যবহার করা হয়- ০১. চেক লিস্ট ০২. কেমিক্যাল ক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্নমালা	অডিট পরিচালনা করা হবে- ০১. শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। ০২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। ০৩. নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে। ০৪. চাক্ষুস পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, এমএসডিএস, টিডিএস, এসিড লাইসেন্স রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট, ট্রেনিং ডকুমেন্ট, পিপিই ইস্যু ডকুমেন্ট, ফিডব্যাক ডকুমেন্টস, ওয়েস্ট ওয়াটার টেষ্ট রিপোর্ট, সরকারী অনুমোদন আছে কিনা তা চেক করতে হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ডকুমেন্টস।	ইন্টারনাল অডিট টিম মেডিকেল অফিসার ই, সি, আর।	অভ্যান্তরীণ অডিট প্রতিমাসে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর।
প্রতিবেদন পেশ	বায়ারের নিষিদ্ধ তালিকার বাইরে কেমিক্যাল ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, কেমিক্যালের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, কারখানার কোথাও কোন নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ব্যবহারের কার্যক্রম পরিচালিত হলে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের / উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে এর ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিতকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনন্দিন মিটিং, ফ্লোর মনিটরিং, সচেতনতামূলক সভা করতে হবে। বায়ারের নিষিদ্ধ তালিকার বাইরে কেমিক্যাল ক্রয় করা হলে এর মূল কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে / এ ধরনের ক্রয় কার্যক্রম কি কারণে হল তা বের করতে হবে। নিষিদ্ধ / ক্ষতিকারক/ ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল যাতে ক্রয় করা না হয় সেজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ইন্টারনাল অডিটর/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ই, সি, আর/ ডিজিএম- এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স।	অনিরাপদভাবে কেমিক্যাল ব্যবহৃত হলে মতামত প্রদান/ গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরন করে দ্রুততম সময়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
নিয়ন্ত্রণ	কারখানার অভ্যান্তরে নিষিদ্ধ/ ক্ষতিকারক/ ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল যাতে ক্রয়ের কারণগুলি উৎঘাটন করতে হবে। একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি বন্ধের বিষয়ে যে সকল প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পাওে তা নির্ধারণ করা। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক কথায় যখন যা করা প্রয়োজন তখন তা করার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্ড়রে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়।	নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ।	পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
সংস্কার / উপসম	এই নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যতি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং যদি কেমিক্যালের নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ব্যবহার সুনিশ্চিত করণার্থে ব্যবস্থা জোরদার করতে কোন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রয়োজন হয় তাহলে আলোচনা সাপেক্ষে	নিরাপদ কেমিক্যাল ক্রয় নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক	প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে।

	তাতে পরিবর্তন আনতে পারবে।		

০৫. ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন **Implementation & Communication**ঃএই নীতিমালা প্রণয়ন, যোগাযোগ ও বাস্তবায়নের কর্মপ্রণালী রুটির ও প্রসিডিউর অংশে আলোচিত হয়েছে।

০৬. ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল (**Feedback & Control**)ঃ৪.৩ অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে রাইয়ান নীটকর্তৃপক্ষ ফিডব্যাক অংশটি নিশ্চিত করে।

০৭.মনিটরিং কর্তৃপক্ষ :

- মহাব্যবস্থাপক (এইচ.আর.এডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)
- এপিএম ডাইং
- ইসিআর
- কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার

পরিশিষ্ট (Conclusion)ঃকারখানার সকলে এই নীতিমালা অনুযায়ী কেমিক্যাল ক্রয় করছে কিনা, বায়ারের কেমিক্যাল ক্রয়ের নির্দেশিকা অনুসরন করা হচ্ছে কিনা, স্টোরেজ পদ্ধতি ঠিকমত হচ্ছে কিনা, আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহার হচ্ছে কিনা, কেমিক্যাল ড্রামে যথাযথ লেবেলিং আছে কিনা এবং শূন্য ড্রাম ইটিপির মাধ্যমে হয়ে সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং সর্বোপরি কারখানার অভ্যান্তরে নিষিদ্ধ/ ক্ষতিকারক/ ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল ক্রয় যাতে না হয় সেটি নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য অঙ্গীকার।

প্রস্তুতকারী: অনুমোদনকারী:

ইসিআর

মহাব্যবস্থাপক (এইচ্আর,এ্যাডমিন এন্ডকমপ্লায়েন্স)